www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1976) The Winnowing

# দ্য উইননাউইং

একটা রহস্যের দেয়ালে আবৃত ডা. অ্যারন রডম্যানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড। এই রহস্যের দেয়ালটা যে অবিচলভাব পুরু হয়ে উঠছে, পাঁচটি বছর পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে।

'আপনার আত্মরক্ষার জন্যেই—' তারা সতর্ক করে দিয়েছিল তাকে। ব্যাখ্যা করে বলেছিল, 'যদি ভুল লোকজনের হাতে পড়ে যায়—'

না, সঠিক লোকের হাতেই পড়েছে জিনিসটা (ডা. রডম্যান কিছুটা হতাশা নিয়ে ভাবে নিজের কথা), পাস্তুরের জীবাণু তত্ত্ব যে বিরাট এক আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের জন্যে, এটা তো একদম পরিষ্কার। মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি জানার জন্যে সবচে' বড় চাবি এটা।

ডা. রডম্যানের পঞ্চাশতম জন্মদিনের পর'যখন তিনি নিউ ইয়র্কের মেডিসিন অ্যাকাডেমির সাথে কথা বললেন, তারপর একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিন (বিশেষ একটা মাহাত্ম্য রয়েছে এখানে) থেকে মুখ খোলা বন্ধ হয়ে গেল ডা. রডম্যানের। নির্দিষ্ট কিছু সরকারি লোকজন ছাড়া অন্য কারো সাথে তার কথা বলা যায় না। এমনকি কোনো কিছু ছাপতেও পারবে না সে।

তবে সব রকমের সরকারি সহযোগিতা পাবে ডা. রডম্যান। তার টাকা যা লাগবে, পাবে সবই। এবং তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে সরকারি লোকজন এসে তার নির্দেশনা নিয়ে যেতে লাগল, তারা বুঝতে চেষ্টা করল—আসলে কি করছে ডা. রডম্যান।

'ডা. রডম্যান,' তারা জিজ্ঞেস করে রডম্যানকে। 'একটা ভাইরাস নির্দিষ্ট একটা অঙ্গের ভেতর কিভাবে ছড়ায় কোষ থেকে কোষে, এবং নির্দিষ্ট ওই অঙ্গ ছাড়া আর কোথাও সংক্রমণ ছড়ায় না?'

banglainternet.com

প্রশ্নটা রডম্যানের কাছে বড্ড ক্লান্তিকর। জবাবে বার বার "জানি না" বলে হাঁপ ধরে গেছে তার। তাছাড়া জিনিসটাকে "ভাইরাস" বলে চিহ্নিত করাটাও ডা. রডম্যানের অন্যতম বিরক্তির কারণ। তিনি বলেন, 'এটা মোটেও ভাইরাস নয়, কারণ এটা নিউক্লেইক অ্যাসিড মলিকিউল নয়। এটা সব মিলিয়ে অন্য কিছু—একটা লিপোপ্রোটিন।'

যদি প্রশ্নকর্তারা মেডিকেলের লোকজন না হয়, তাহলে সেটা ডা. রডম্যানের জন্যে ভালো। সে তখন ব্যাখ্যা করে বোঝতে চায় ব্যাপারটা। বলে, 'প্রতিটা জীবিত কোষ, এবং কোষের ভেতর প্রতিটা খুদে কাঠামো বিশেষ এক ঝিল্লি দিয়ে আবৃত। প্রতিটা কোষের কাজ নির্ভর করে এই ঝিল্লির ওপর। কোন উপাদান কি পরিমাণে কিভাবে ঝিল্লির ভেতর দিয়ে চলাচল করছে, সেটাই হচ্ছে মূলকথা। ঝিল্লির ভেতর একটু খানি পরিবর্তন হলেই, উপাদানটির কার্যপ্রবাহে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তখন কোষের রাসায়নিক ক্রিয়া এবং কাজের ধারাও বদলে যায়।

'সব ধরনের রোগই ঝিল্লির কর্মতৎপরতার পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানের জায়গা বদল হতে পারে ঝিল্লির ভেতর। কোনো কৌশল এই ঝিল্লিগুলোকে কব্জা করে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে জীবনকে। ঝিল্লির ওপর প্রভাব খাটিয়ে শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে হরমোন এবং আমার এই লিপোপ্রেটিনও এক ধরনের কৃত্রিম হরমোন, ঠিক ভাইরাস নয়। এই লিপোপ্রোটিন বা এলপি নিজ ক্ষমতাবলে ঢুকে যায় ঝিল্লির ভেতর, তারপর ঝিল্লির বেশিরভাগ উপাদানকে নিজের কব্জায় এনে ফেলে—কাজকর্ম ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না আমার।

banglainternet.com

'কিন্তু ঝিল্লির এই সুন্দর কাঠামো সবখানেই একরকম নয়। প্রকৃতপক্ষে জীবিত যে কোনো কিছুর মধ্যেই—দুটি অক্ষের ঝিল্লিগুলো কখনো এক রকম হয় না। একটি এলপি পৃথক দুটি অঙ্গে গিয়ে কখনো একরকম প্রভাব খাটাবে না। কোন অঙ্গে গিয়ে কোষ থেকে গ্লুকোজ বের করে দিয়ে ডায়বেটিস সৃষ্টি করতে পারে, আবার আরেক অঙ্গে গিয়ে কোষের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ করে দিয়ে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।'

বেশিরভাগ মানুষ ডা. রডম্যানের মুখে যে কথা শুনে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে বিষ।

'এটি একটি বিশেষভাবে নির্বাচিত বিষ,' রডম্যান বলে তাদের। 'তবে কম্পিউটারের মাধ্যমে একদম কাছ থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়া আগেভাগে কিছুই বলা যাবে না এ সম্পর্কে। নির্দিষ্ট একটা ঝিল্লির প্রাণ রসায়নে কি ধরনের কাজ করে একটি এলপি, তার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত।'

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে একটা অদৃশ্য ফাঁস যেন ক্রমশ চেপে বসছে ডা. রডম্যানের গলায়। আরাম-আয়েশ দিনকে দিন হারিয়ে যাচ্ছে তার। স্বাধীনতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য সবখান থেকে উধাও। দুর্ভোগের নরক যেন বিশাল হাঁ মেলে এগিয়ে আসছে এই হতাশাগ্রস্ত মানুষটার দিকে।

এটা হচ্ছে ২০০৫ সাল। পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন ছয় বিলিয়ন। দুর্ভিক্ষ দেখা না দিলে সাত বিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াত লোক সংখ্যা। গত প্রজন্মে ১ বিলিয়নের মতো মানুষ মারা গেছে না খেয়ে। এবং ভবিষ্যতেও মারা যাবে আরো।

পিটার অ্যাফার বিশ্ব খাদ্য সংস্থার চেয়ারম্যান। রডম্যানের ল্যাবরেটরিতে ঘন ঘন যায় সে দাবা খেলতে। সেইসঙ্গে আলাপ হয় টুকটাক। পিটার অ্যাফার বলে থাকে, অ্যাকাডেমিতে রডম্যানের বক্তব্যের তাৎপর্যটা সেই আগে ধরতে পেরেছে বলে আজ চেয়ারম্যান হয়েছে। রডম্যান ভাবে, এই তাৎপর্য বোঝাটা আবার কোনো ব্যাপার হল। এটা তো একদম জলের মতো পরিস্কার। কিন্তু এ নিয়ে কোনো কথা বলেনি রডম্যান।

রডম্যানের চেয়ে বছর দশেকের ছোট অ্যাফার। তার মাথায় লাল চুলগুলো রঙ হারাচ্ছে ক্রমশ। কথায় কথায় হাসে লোকটা, যদিও আলাপে হাসির বিষয় থাকে খুবই কম। কারণ এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার চেয়ারম্যান যখন সারা বিশ্বের খাদ্য সংস্থান নিয়ে কথা বলে, দুর্ভিক্ষের বিষয়টা তখন প্রসঙ্গক্রমেই এসে যায় বার বার।

banglainternet.com

অ্যাফার বলল, 'যদি বিশ্ববাসীর খাবার সরবরাহে সত্যিই সেরকম বিঘ্ন ঘটে, তাহলে না খেয়ে মারা যাবে সবাই।'

'যদি সত্যিই সেরকম ব্যাপার ঘটে,' বলল রডম্যান। 'তাহলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হতে পারে, এমন কোনো উদাহরণ বেছে নিতে হবে এর সমাধানের জন্যে। আসলে যা ঘটছে, সে তো গুটিকয়েক সুবিধাবাদী আখের গোছানোর ফল।'

'কিন্তু আপনি কি পারবেন, আপনাকে দেয়া বাড়তি সাপ্লাইয়ের লোভটুকু সামলাতে ?'

'মানুষ বলতেই স্বার্থপর, কিন্তু এখানে আমার ব্যক্তিগত ভূমিকাটা সামান্য। আমাকে এ নিয়ে বলে কোনো লাভ নেই। এ ব্যাপারে কোনো পছন্দ অপছন্দ দেয়ার মতো ভূমিকা নেই আমার।'

'আপনি তো রোমান্টিক,' বলল অ্যাফার। 'পৃথিবীটাকে কখনো লাইফবোট হিসেবে কল্পনা করে দেখেছেন ? সঞ্চিত খাবারগুলো যদি পৃথিবীর সব মানুষকে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হয়, তাহলে একজনো সেরকম খাবার পাবে না। শেষ পর্যন্ত না খেয়ে ঠিকই মারা যাবে সবাই। যদি কিছু সংখ্যক মানুষকে সরিয়ে দেয়া যায় এই লাটফবোট থেকে, তাহলে বেঁচে যাবে বাকিরা। কিছু লোকের নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে কিছু লোক যে মরে যাবে, প্রশ্ন তো সেটা নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে কিছু লোকের বেঁচে থাকা নিয়ে। সবাই মরে যাওয়ার চেয়ে কিছু সংখ্যক বেঁচে থাকা ভালো নয় কি ?'

'তার মানে আপনি অফিসিয়ালি বলছেন—কিছু লোকের জীবনে উৎসর্গ করতে, যাতে বাকিরা বেঁচে যায় ?'

'আমরা নিরুপায়। লাইফবোটের লোকজন সশস্ত্র। কয়েকটি মহল থেকে তো সরাসরি হুমকি আসছে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের। তাদেরকে যদি বেশি খাবার না দেয়া হয়, ফাটিয়ে দেবে পারমানবিক বোমা।'

রডম্যান ব্যঙ্গ করে বলল, 'তার মানে আপনার কথা মতো পরিস্থিতিটা এই—তুমি মরলে আমি বেঁচে যেতে পারি, কিন্তু আমি যদি মরি, তুমি বাঁচবে না—একটা অচলাবস্থা আর কি।'

banglainternet.com

'না, ঠিক তা নয়,' বলল অ্যাফার। 'পৃথিবীর কিছু জায়গার মানুষ এমনিতেই বাঁচতে পারবে না। একদম মানুষ গাদাগাদি করে অহেতুক সেখানে অনাহারের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ধরুন, সেখানে এমন কিছু খাবার পাঠিয়ে দেয়া হল, যেগুলো খেয়ে মারা গেল তারা। ব্যস্ত ওই জায়গাতে আর কখনো খাবার পাঠাতে হবে না।'

রডম্যান এই প্রথম ধাক্কা খেল ভেতরে ভেতরে। জিজ্ঞেস করল, 'ওদেরকে মারবেন কিভাবে ? মানে, একই খাবার খেয়ে কিছু লোক মরবে, এবং কিছু বেঁচে যাবে—এটা কিভাবে সম্ভব ?'

'এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটা জনগোষ্ঠীর কোষ-ঝিল্লির গড়পড়তা কাঠামোগত উপাদানকে বেছে নেয়া হবে। একটি এলপি যদি শুধুমাত্র ওই উপাদানের ওপর ক্রিয়াশীল হয়, তাহলে ওই লোকগুলো যা খাবে, মারাত্মক পরিণতি হবে তাদের।'

'এ যে অচিন্তনীয় ব্যাপার।' স্তম্ভিত রডম্যান।

'তবে চিন্তা করে দেখুন। কোনো যন্ত্রণা থাকবে না এতে। ঝিল্লিগুলোর কাজ খুব ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। আক্রান্ত ব্যক্তি স্রেফ ঢলে পড়বে গভীর ঘুমে, জেগে উঠবে না আর কোনোদিন—অনাহারে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, কিংবা পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের চেয়ে অনেক ভালো এই চিরবিদায়। তাছাড়া এ মৃত্যু তো সবার জন্যে নয়, যারা এলপি'র সাথে একাত্ম হতে পারবে না, তারাই শুধু মরবে। এতে যদি চরম বিপর্যয় ঘটে, তাহলে বড় জোর শতকরা সত্তর ভাগ লোক মারা যাবে। এভাবে ঝাঁট মেরে যদি কাজটাকে যথাযথভাবে সফল করে তোলা যায়, তাহলে জনসংখ্যার বাড়তি চাপ এবং হতাশা বলে আর থাকবে না কিছু। বাদ বাকি যে লোকজন থেকে যাবে পৃথিবীতে, সবাই যার যার জাতি, দল এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে রক্ষা করে যেতে পারবে।'

'এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় কোটি কোটি লোককে মেরে ফেলাটা—'

'না, আমরা তো মারতে যাচ্ছি না। আমরা শুধু নির্দিষ্ট কিছু লোককে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার একটা সুযোগ দিচ্ছি মাত্র। কারা কারা মরবে, সেটা নির্ভর করছে তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার ওপর। পুরো ব্যাপারটাই থাকছে ঈশ্বরের হাতে।'

'কিন্তু আসল ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে যাবে, তখন কি হবে?'

banglainternet.com

'আসল ব্যাপারটা জানাজানি হতে হতে আমরা কেউ আর থাকব না তখন,' বলল অ্যাফার। 'এবং তখন সমৃদ্ধশালী পৃথিবীতে সীমিত সংখ্যক যে লোকজন থাকবে, আমাদের এই বীরোচিত কাজের জন্যে ধন্যবাদ জানাবে তারা। প্রশংসা করবে একযোগে সবার মৃত্যু এড়িয়ে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যককে মেরে ফেলার এই কৌশলটির।'

ডা. রডম্যান অনুভব করল, চোখেমুখে রক্ত চলে আসছে তার। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে খুব। তবু সে বলল, ' এই পৃথিবীটা বিরাট এক জায়গা এবং

খুবই জটিল এক লাইফবোট আমরা এখনো জানি না, আমাদের সম্পদগুলো সবার মাঝে সঠিকভাবে বিলিবন্টন হচ্ছে কি হচ্ছে না। আর এটা সবচে' খারাপ দিক যে, এই কঠিন দুঃসময়েও আমরা সম্পদগুলো সঠিকভাবে সবখানে ভাগ করে দেয়ার কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছি না। পৃথিবীর অনেক জায়গায় প্রতিদিন প্রচুর খাবার নষ্ট হচ্ছে, এবং এ ঘটনা ক্ষুধার্ত লোকগুলোকে উন্মত্ত করে তুলছে।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' শীতল কণ্ঠে বলল অ্যাফার। 'কিন্তু পৃথিবীটাকে যেভাবে আমরা চালাতে চাই, সেভাবে তো পারি না। পৃথিবীর পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখেই চলতে হবে আমাদের।'

'তাহলে আমার সঙ্গেও সঙ্গতি রেখে চলুন। আপনি আমার কাছ থেকে যে এলপি চাইছেন—সেটা আমি দিতে পারব না। এ সর্বনেশে পথের দিকে একটা আঙুলও নড়বে না আমার।'

'তাহলে কি হবে, জানেন?' বলল অ্যাফার। 'আপনি যতটা অভিযুক্ত করছেন আমাকে, তারচে' বড় খুনী বনে যাবেন। আমার ধারণা, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে যখন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করবেন, সিদ্ধান্ত বদলে যাবে আপনার।'

প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো কর্মকর্তা এসে দর্শন দিয়ে যেতে লাগল রডম্যানকে। সবারই বেশ হৃষ্টপুষ্ট শরীর। খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই কারো। উদর ফুলিয়ে আসা এই লোকেরা অনাহারীদের মেরে ফেলার ব্যাপারে ঘ্যান ঘ্যান করে ক্রমশ অস্থির বানিয়ে ফেলল রডম্যানকে।

banglainternet.com

কৃষি বিভাগের জাতীয় সচিব একদিন রডম্যানকে ঠেস মেরে বলল, 'যদি কোনো গোয়ালের গরুগুলো খুরা রোগ কিংবা মুখের রোগের আক্রান্ত হয়, কিংবা অ্যান্থ্রাক্সে ভোগে, তাহলে ব্যাপকভাবে রোগ ছড়ানর আগে কি মেরে ফেলবেন না রোগাক্রান্ত গরুগুলোকে?'

'মানুষ কিন্তু গরু নয়,' সোজা উত্তর রডম্যানের। 'এক দুর্ভিক্ষ কোনো সংক্রামক রোগ নয়।'

'বাস্তবে কিন্তু দাঁড়াচ্ছে তাই,' বলল সচিব। 'এটাই তো আসল পয়েন্ট। যদি আমরা ফুঁ চালিয়ে জনসংখ্যার বাড়তি চাপটাকে কমিয়ে না দিই, তাহলে

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1976) The Winnowing

দুর্ভিক্ষ সংক্রামক রোগের মতোই ছড়িয়ে পড়বে অনাক্রান্ত এলাকাগুলোতে। কাজেই আমাদের আপনি কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারেন না।'

'কিন্তু আপনি আমাকে রাজি করাবেন কিভাবে? নির্যাতন চালাবেন?'

'আরে না, আপনার গায়ের একটা রোমও স্পর্শ করব না আমরা। কারণ আপনার দক্ষতা আমাদের কাছে অতি মূল্যবান এক সম্পদ। আমরা শুধু খাবারটা উঠিয়ে নেব।'

'হ্যাঁ উপোস থাকলে অবশ্যই ক্ষতি হবে আমার।' চিন্তিত কণ্ঠ রডম্যানের।

'না, উপোস তো আপনাকে রাখব না আমরা। যদি মানবকুলের অস্তিত্ব রক্ষার্থে কয়েক কোটি মানুষকে আমরা মেরে ফেলতে যাই, সেক্ষেত্রে আপনার মেয়ে, মেয়েজামাই, এবং তাদের শিশুটাকে অভুক্ত রাখাটা হবে অনেক সহজ কাজ।'

রডম্যান বোবা বনে গেল। সেক্রেটারি বলল, 'না, অত তাড়াহুড়ো নেই। আমরা আপনাকে সময় দেব চিন্তাভাবনা করার। আপনার পরিবারকে বিপদে ফেলার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই, কিন্তু বাধ্য হলে তো করতেই হবে সেটা। ভেবে দেখার জন্যে সপ্তাখানেক সময় নিন আপনি। আগামী বৃহস্পতিবার পুরো কমিটি হাজির হবে আপনার সামনে। তখন আমাদের প্রজেক্টের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে আপনাকে। এ নিয়ে আর দেরি করলে চলবে না।'

পাহারা দ্বিগুণ করা হল রডম্যানের চারপাশে। এখন সে সরাসরি এবং পুরোপুরি ভাবে একজন বন্দি। সপ্তাখানেক পর বিশ্ব খাদ্য পরিষদের পনোরোজন সদস্যের সবাই এসে হাজির। কৃষি বিভাগের জাতীয় সচিবও এল তাদের সাথে। আরো এল জাতীয় আইন প্রণয়নকারী পরিষদের কয়েকজন সদস্য। সবাই এসে জড়ো হল ডা. রডম্যানের ল্যাবরেটারিতে। জনগণের টাকায় গড়া বিলাসবাহুল রিসার্চ বিল্ডিংয়ের যন্ত্রণা কক্ষে গিয়ে লম্বা বিল্ডিংটা ঘিরে বসল তারা।

কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল তাদের। বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা নেয়া হল। রডম্যানের সাথে কথাবার্তায় এমন একটা সমঝোতা এসে গেল, কেউ আর প্রশ্ন করল না—রডম্যান তাদের সাথে আছে কি নেই। রডম্যানের

banglainternet.com

হাবভাবে মনে হল না, সবার সাথে একমত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা তার মাথায় আছে।

শেষমেষ রডম্যান বলল, 'আপনাদের এই প্রজেক্ট যে ভাবেই হোক, সফল হবে না। বিশ্বের কয়েকটি জায়গায় যখন এলপি মেশান খাদ্যশস্য পৌঁছুবে, খুব শীঘ্রি মারা পড়বে অসংখ্য মানুষ। তখন এই মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে যারা বেঁচে থাকবে, তারা যে পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারে, সেটা কি আপনারা ভেবে দেখেছেন?'

রডম্যানের একদম মুখোমুখি বসে আছে অ্যাফার। সে বলল, 'এই সম্ভবনার ব্যাপারে সতর্ক আছি আমরা। আমাদের এই পরিকল্পনা তো আজকের নয়, কয়েক বছর ধরেই চিন্তাভাবনা করছি। কাজেই ওসব এলাকায় ফুঁ চালালে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এসব সম্ভাবনা ভেবে দেখা হয়েছে।'

'আপনি কি আশা করছেন, যারা বেঁচে থাকবে, ধন্যবাদ জানবে আপনাদের?' বিষণ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল রডম্যান।

'ওরা জানবে না, আমরা সুকৌশলে ওদেরকে আলাদা করে ফেলেছি। তাছাড়া খাদ্যশস্যের সব চালানেই "এলপি" থাকবে না। কোন জায়গার খাদ্যশস্য ভেজাল রয়েছে, এটিও ওরা চিহ্নিত করতে পারবে না। আমরা দেখাব যে, স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন খাদ্যশস্যেই এখানে ওখানে বিষাক্ত হয়ে জন্মাচ্ছে। আরেকটা সুবিধে থাকবে যে, প্রত্যেকেই তো আর ধুপ্‌ধাপ্ মরে যাবে না। তাৎক্ষণিকভাবে মারা যাবে খুবই অল্প সংখ্যক। কিছু মানুষ প্রচুর খেয়েও মারা যাবে না, আবার কিছু মানুষ সামান্য একটু খেয়েই ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে—এটা যার যার ঝিল্লির ওপর নির্ভর করছে। অনেকটা প্লেগ রোগের পুনরাবির্ভাবের মতো।'

banglainternet.com

রডম্যান বলল, 'ওরা যদি সত্যিই এরকম মহামারীর কথা ভেবে বসে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে, ভেবে দেখেছেন? চিন্তা করেছেন, কি পরিমাণ আতঙ্ক ছাড়াবে?'

'তাহলে সেটা ভালো হবে ওদের জন্যে,' টেবিলের এক প্রান্ত থেকে গম গম করে উঠল সেক্রেটারির কণ্ঠ। 'এ থেকে একটা শিক্ষা পাবে ওরা।'

'আমরা ঘোষণা দেব, এই বিষের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল অ্যাফার। 'আমরা তো জানব, কোনো কোনো এলাকায়

www.banglainternet.com represents Isaac Asimov : (1976) The Winnowing

এলপি'র কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। সেসব জায়গায় পাইকারী টিকা দেয়ার ব্যবস্থা করব। বুঝলেন ডা. রডম্যান, গোটা পৃথিবীটাই ভয়ানক রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কাজেই খুব শীঘ্রি এর প্রতিকার আবশ্যক। ভয়াবহ মৃত্যু-সীমানায় দাঁড়িয়ে গোটা মানব জাতি, কাজেই সমাধানের একমাত্র পথটা নিয়ে অথবা আর সংঘাত সৃষ্টি করবেন না।'

'আমার প্রশ্ন তো এখানেই। এটাই যদি সমাধানের একমাত্র পথ হয়, তাহলে এই মহৎ কাজে আপনারা নিজেদের উৎসর্গ করছেন না কেন—শুধু কোটি কোটি নিরীহ মানুষের এত দায় পড়েছে কেন?'

ট্রলি ভর্তি খাবার আসায় থামতে হল রডম্যানকে। সে নরম কণ্ঠে বলল, 'আপনাদের চাঙা করার জন্য সামান্য আয়োজন করেছি আমি। তো, খাওয়ার জন্যে আলোচনায় খানিকক্ষণ বিরতি চলুক, কি বলেন?'

এগিয়ে গিয়ে একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিল রডম্যান। একটু পরে কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'যেহেতু মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ নিয়ে যা বলছি আমরা, কাজেই অন্তত খাওয়াটা ভালো হওয়া দরকার।'

অ্যাফার তার আধ-খাওয়া স্যান্ডউইচের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'নাহ, খাওয়াটা মোটেও ভালো জমছে না। সাদা পাউরুটিতে ডিমের সালাদটা টাটকা মনে হচ্ছে না। আপনার জায়গায় হলে, অবশ্যই এই কফি সবটা বদলে ফেলাতাম আমি।'

হতাশা চাপার জন্যে অ্যাফার শেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যাক-গে, এই দুর্ভিক্ষের সময় খাবার অপচয় করাটা মোটেও উচিত নয়।'

এই বলে স্যান্ডউইচের বাকিটুকু শেষ করল অ্যাফার।

banglainternet.com

চুপচাপ অন্য সবার খাওয়া দেখল রডম্যান। তারপর ট্রে-তে পড়ে থাকা শেষ স্যান্ডউইচটা তুলে নিয়ে বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম, যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি, তাতে আপনাদের অনেকেরই খিদে বলে থাকবে না কিছু। কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিছু দেখলাম না। প্রত্যেকেই খেয়েছেন আপনারা।'

'আপনার অবস্থাও তো তাই,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল অ্যাফার। 'এখনো খাচ্ছেন দিব্যি।'

'হ্যাঁ, খাচ্ছি,' বলল রডম্যান, আয়েশ করে চিবোচ্ছে সে। 'পাউরুটিতে টাটকা ভাবটা না থাকায় আমি দুঃখিত। গত রাতে নিজ হাতে এসব তৈরি করেছি আমি। তার মানে পনেরো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে।'

'আপনি বানিয়েছেন?' অ্যাফারের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, বানাতে হল। কারণ এলপি'র যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অন্য কোনো উপায় ছিল না।'

'আপনি কি বলছেন এসব?'

'ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা আমাকে বলেছেন, বিপুল জনগোষ্ঠিকে বাঁচানর জন্যে কিছু সংখ্যক মানুষকে মেরে ফেলা দরকার। হয়তো বা আপনাদের কথাই ঠিক। আপনারা সেই বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছেন আমার ভেতর। কিন্তু সে জিনিসটি আমরা করতে চাইছি, সে ব্যাপারে নিজেদের একটা অভিজ্ঞতা বোধহয় থাকা উচিত আমাদের। যে স্যান্ডউইচগুলো আপনারা পেয়েছেন, সেই পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই এগুলো বানান।'

উপস্থিত কর্মকর্তাদের কয়েকজন সাঁই করে খাড়া হয়ে গেলেন ঝোঁকের বশে।

'আমাদের বিষ খাওয়ান হয়েছে?' হাঁ করে দম নিল সেক্রেটারি।

রডম্যান বলল, 'খুব জোরালভাবে যে সেটা কার্যকর হবে, তা নয়। আপনাদের সবার ভেতরকার প্রাণ-রসায়ন জানা নেই আমার। কাজেই আপনাদের পছন্দমতো শতকরা সত্তর ভাগ মৃত্যুর নিশ্চয়তা দিতে পারব না।'

সব কটা চোখ এসে স্থির হল রডম্যানের ওপর। আতঙ্কে জমে গেছে সবাই। চোখের পাতা নিস্তেজ হয়ে এল রডম্যানের, বলল, 'এরপরেও মনে হচ্ছে, আপনারা দু'তিনজন মারা যাবেন আগামী দু'এক সপ্তার মধ্যে। দরকার শুধু তাই দেখার জন্যে বসে বসে অপেক্ষা করা। এ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। তবে ঘাবড়ানর কিছু নেই। এই মৃত্যু হবে সম্পূর্ণ ব্যথা-বেদনা হীন, এবং এটা ঘটবে ঈশ্বরের অঙ্গুলী নির্দেশে, আপনাদেরই একজন আমাকে বলেছেন একথা। এটা যে একটা ভালো শিক্ষা হবে, একথাও বলেছেন একজন। এই সকল থেকে যারা শেষমেষ বেঁচে যাবেন, তারা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চাইবেন ব্যাপারটাকে।'

banglainternet.com

অ্যাফার সহসা বলে উঠল, 'এটা স্রেফ একটা ধাপ্পা। আপনি নিজেও তো স্যান্ডউইচ খেয়েছেন।'

রডম্যান বলল, 'হ্যাঁ। আমার ভেতরকার প্রাণ রসায়নের সাথে এলপি-কে যেহেতু ম্যাচ করে নিয়েছি, কাজেই সবার আগে মারা যাব আমি।' চোখ দুটো বন্ধ হল তার। 'যারা বেঁচে থাকবেন—আমাকে ছাড়াই সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে তাদের।'

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

banglainternet.com